যুগান্তর

তারিখ 03 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

কলকাতায় বাংলাদেশ গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রের অসহনীয় দৈন্যদশা

যুগান্তর
কলকাতায় বাংলাদেশ উপদূতাবাসের গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র ভবনের দৈন্যদশা

সুব্রত আচার্য্য, *কলকাতা থেকে*

কলকাতার বাংলাদেশ উপ-দূতাবাসের গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্র টি লেখক-পাঠক এবং বুদ্ধিজীবীদের বাংলাদেশ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের একমাত্র জায়গা। আর এটিই দক্ষ লোকবল, জরাজীর্ণ ভবন, সময় উপযোগী বইয়ের অভাবসহ নানারকম সমস্যায় ধুঁকছে। সপ্তাহে পাঁচ দিন সকাল-সন্ধ্যা খোলা থাকার কথা থাকলেও ছয় মাস ধরে দুপুরের পর একবেলা খোলা হচ্ছে গ্রন্থাগারটি। দুপুরের আগে বহু পাঠকই ফটকে তালা ঝুলতে দেখে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন।

কলকাতার বই বাজারে বাংলাদেশী বই ও পত্রপত্রিকা সহজলভ্য নয়। ফেব্রুয়ারি মাসে মাত্র ১০ দিনের 'কলকাতা পুস্তকমেলা' কিছুটা হলেও স্থানীয় পাঠকদের বাংলাদেশের লেখকদের বই হাতে পাওয়ার সহায়ক হয়। কিন্তু বাকি সময়টাতে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্র টিই এখানকার গ্রন্থপিপাসুদের একমাত্র ভরসার জায়গা। ১৯৭১ সালে ৩ নম্বর হোসেন সোহরাওয়ার্দী রোডের এ বাড়িটি বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশন গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্র হিসেবে ভাড়া নেয়।

এ ভবনটি শুধু যে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্র তাই নয় এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দৈন্যদশা : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

দৈন্যদশা : কলকাতায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্মৃতিও। এ ভবনটিতে তিনি বহু বছর বসবাস করেছেন। তখন তিনি ছিলেন অভিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী। মূলত সে কারণেই ১৯৬৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি হিসেবে ভবনটিকে নথিভুক্ত করে।

কলকাতার এই বাংলাদেশ গ্রন্থাগারে যেসব বই পাওয়া যায় তার অধিকাংশই একাত্তর ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বৈরশাসন, সংস্কৃতি-ঐতিহ্য, সমাজ-রাজনীতি, শিক্ষা-পর্যটন, শিশু-সাহিত্য, অর্থনীতি-বিজ্ঞান, খেলা-বিনোদন নিয়ে লেখা। এছাড়া একটি ইংরেজি দৈনিকসহ তিনটি বাংলা ভাতীয় দৈনিক নিয়মিত পাওয়া যায় এখানে। দৈনিক যুগান্তর ও জনকণ্ঠ গ্রন্থাগারের তালিকায় নেই। ঢাকা থেকে পত্রিকা পাঠানো হয় না বলেই গ্রন্থাগারে ওই দুটি পত্রিকা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে উপ-দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা জানালেন।

দু'দিন আগে সরেজমিন গিয়ে দেখা গেল, সাড়ে সতেরশ' বর্গফুট জায়গার বিশাল এ গ্রন্থাগারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে পরিমাণ দক্ষ লোকবল দরকার, তা এখানে নেই। আট হাজার বই এবং গ্রন্থাগারটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাত্র একজন পিয়ন রয়েছেন। তার নাম লক্ষীন্দর। দীর্ঘদিন গ্রন্থাগারে তিনি চাকরি করছেন। তাই কি কি বই পাওয়া যায় সেখানে তা তার প্রায় মুখস্থই। ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক লতিফা করিম, কিছু একদমই জানেন না, তার গ্রন্থাগারে ঠিক কত বই রয়েছে। যুগান্তরের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি খুব সহজ ভাষায় উত্তর দিলেন, আসলে আমাকে এখানে টেম্পোরারি হিসেবে রাখা হয়েছে, মাত্র কয়েক মাস হয় এসেছি, এখনও সব কিছু জানা সম্ভব হয়ে উঠেনি।

অনুসন্ধান করে জানা গেল, দীর্ঘদিন ধরে লাইব্রেরিয়ানের পদটি শূন্য রয়েছে। তাই কাজ চালাতে উপ-দূতাবাসের একজন কর্মী দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ বছর শুরু থেকেই গ্রন্থাগারটি নিয়মিত খোলাও হচ্ছে না। সোম থেকে শুক্রবার সপ্তাহে পাঁচ দিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত গ্রন্থাগারটি খোলা থাকার কথা। সেখানে লোকবলের অভাবে বেলা ২টা থেকে গ্রন্থাগার খোলা হচ্ছে। তার আগে কেশকিছু দিন মূল প্রবেশদ্বারে বড় একটি তালা ঝুলতে দেখা গেছে।

এতকিছুর পরও প্রচুর লোক আসেন এখানে। পশ্চিমবঙ্গের প্রথমসারির কবি-সাহিত্যিক থেকে শুরু করে গবেষক-রাজনীতিকের বাংলাদেশ সম্পর্কিত তথ্য জানার জন্য গ্রন্থাগারে যেতে হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বভারতীর বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রতিনিয়ত ছুটে যান বাংলাদেশ লাইব্রেরিতে। তাদের অনেকেই সাংবাদিক পরিচয় শুনে অভিযোগ জানাতে সংকোচ করলেন না। যেমন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইস্ট ওয়েস্ট বিভাগের শিক্ষিকা চন্দ্রা চট্টোপাধ্যায় বললেন, 'বাংলাদেশের নারী সমাজের বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে লাইব্রেরিতে তেমন কোন বই নেই। যা আছে তা বহু পুরনো। তাছাড়া লেন্ডিং সেকশনটাও দারুণ দুর্বল। তিনি খুব দুঃখের সঙ্গে বলেন, 'দেখুন দীর্ঘদিন ধরে একবেলা গ্রন্থাগার খোলা হচ্ছে। এটা হওয়া ঠিক নয়।'

কলকাতায় নিযুক্ত বাংলাদেশ উপ-রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান অভিযোগ মেনে নিয়ে সবিনয়ে বলেন, আসলে সময় উপযোগী বই আনার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছি। ভবনের জীর্ণদশা আমাদেরও পীড়া দেয়। যেহেতু ভবনটি ওয়াকফ বোর্ডের প্রোপার্টি তাই আমরা ইচ্ছা করলেই সেটা সংস্কার করতে পারি না। তবে বেশকিছু দিন ধরেই আমরা ভবন সংস্কারের জন্য কর্তৃপক্ষকে চাপ দিচ্ছি। তিনি আরও বলেন, 'আমাদের বাংলা একাডেমী ও শিশু একাডেমীর প্রকাশিত বেশকিছু বই গ্রন্থাগারে আনার চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে।